# অধিবেশন নং ১৫

# হাঁসের জাত পরিচিতিঃ

প্রতিপালনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাঁসের জাতকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়।

- ডিম উৎপাদনকারী জাত, যেমন- খাকী ক্যাম্পবেল, ইন্ডিয়ান রানার, জিনডিং।
- মাংস উৎপাদনকারী জাত, যেমন- পিকিং, মাসকোভি, রোয়েল, আইলেসবারি।

# খাকি ক্যাম্পবেলঃ

- **উৎপত্তিস্থলঃ** ইংল্যান্ড (মিসেস ক্যাম্পবেল এজাত ১৯০১ সালে উদ্ভাবন করেন।
- **দেহঃ** গভীর, প্রশস্ত, আঁটোসাটো ও সামনের ভাগ গোলাগার, লেজ অপেক্ষাকৃত খাটো ও চ্যাপ্টা।
- **মাথাঃ** গোলাকার।
- **ঠোঁটঃ** মাঝারি আকারের এবং সবুজাত নীল রঙের।
- **গলাঃ** চিকন, সোজা, মসৃণ ও মাঝারি, লম্বা।
- **ডানাঃ** আঁটোসাটো।
- **পালকঃ** খাকি রঙের।
- **পা ও পায়ের পাতাঃ** হাঁসা-কমলা রঙের
  হাঁসি-পালকের রঙের সাথে মিল থাকবে।
- **ওজনঃ** প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস-২.০-২.৫ কেজি
  প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসি-১.০-১.৫ কেজি।
- **ডিম উৎপাদনঃ** বছরে ২০০-২৫০টি

# জেনডিং

- **উৎপত্তিস্থলঃ** চীন।
- **দেহঃ** গভীর, প্রশস্ত, আঁটোসাটো ও সামনের ভাগ গোলাগার, লেজ অপেক্ষাকৃত খাটো ও চ্যাপ্টা।
- **গলাঃ** চিকন ও খুবই লম্বা।
- **মাথাঃ** গোলাকার।
- **মাথা ও শরীরঃ** কিছুটা উঁচু।
- **বর্ণঃ** হাঁসার মাথা ও ঘাড়ের অংশ উজ্জ্বল সবুজ রঙের এবং অন্যান্য অংশ খাকি রঙের। হাঁসির রঙ খাকি ও কালোর মিশ্রণ।
- **ওজনঃ** প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস-১.৫-২.০ কেজি।
  প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসি-১.০-১.৫ কেজি।
- **ডিম উৎপাদনঃ** বছরে ২৬০-৩০০ টি ডিম পাড়ে।

# ইন্ডিয়ান রানারঃ

- **উৎপত্তিস্থলঃ** ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া।
- **দেহঃ** হালকা পাতলা, লম্বা ও গোলাকার।
- **ঠোঁটঃ** কমলা- হলুদ রঙের।
- **গলাঃ** মসৃণ, লম্বা ও চিকন।
- **ডানাঃ** দেহের তুলনায় ডানা ছোট।
- **পালকঃ** খুবই আঁটোসাটো ও সুবিন্যস্ত।
- **পা ও পায়ের পাতাঃ** কমলা-হলুদ রঙের।
- **ওজনঃ** প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস-১.৫-২.০ কেজি
- **ডিম উৎপাদনঃ** বছরে ২৫০-২৬০টি

# মাসকোভিঃ

- **উৎপত্তিস্থলঃ** দক্ষিণ আমেরিকা।
- **দেহঃ** আকারে বড়, লম্বা ও প্রশস্ত।
- **ঠোঁটঃ** সাদা উপজাত-হালকা ময়লা
  রঙিন উপজাত-কালো বা শ্লেটের রঙের।
- **গলাঃ** মসৃণ, লম্বা ও চিকন।
- **ডানাঃ** দেহের তুলনায় ডানা ছোট।
- **পালকঃ** সাদা উপজাত-হালকা-কমলা হলুদ
  রঙিন উপজাত-কালো।
- **পাঃ** সাদা উপজাত-হালকা-কমলা হলুদ
  রঙিন উপজাত-কালো।
- **ওজনঃ** প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস-১.৫-২.০ কেজি।
  প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসি-১.০-১.৫ কেজি।

# বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁস পালনঃ

বাংলাদেশেরে আবহাওয়া এবং জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কেননা এখানে বহু খাল-বিল, ডোবা-নালা, হাওড়-বাওড়, পুকুর ও নদী রয়েছে। সাধারণত হাঁস পালনে নিম্নের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

যথা-

- উন্মুক্ত পদ্ধতি
- অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি
- আবদ্ধ পদ্ধতি
- হার্ডিং পদ্ধতি
- লেন্টিং পদ্ধতি।

## উন্মুক্ত পদ্ধতিঃ

- এটি হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে দিনের বেলা হাঁসগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং রাতে নির্দিষ্ট ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। হাঁসকে খাবার দেওয়া হয় না। কারণ, এরা সারাদিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য নিজেরাই সংগ্রহ করে খায়। ডিমপাড়া বা লেয়ার হাঁসগুলোকে সকাল ৮.৩০-৯.০০ টা পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

# উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সুবিধা এবং অসুবিধাঃ

সুবিধাঃ

- খাদ্য খরচ কম হয়।
- বাসস্থানের জন্য খরচ কম হয়।
- মুক্ত আলো বাতাসে চলাচল করতে পারায় আবদ্ধ পদ্ধতির তুলনায় এ পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পতঙ্গ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধাঃ

- এতে বেশি পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয়।
- খারাপ আবহাওয়ায় হাঁসের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।
- সবসময় পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

# অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিঃ

- এ পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে রাতে ঘরের ভেতরে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় ঘর সংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়। এখানে সিমেন্ট দিয়ে বড় পানির পাত্র তৈরী থাকে। এখানে হাঁসগুলো সাঁতার কাটতে পারে, আবার খাবার পানিও খেতে পারে।

# অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে সুবিধা এবং অসুবিধাঃ

সুবিধাঃ

- বাণিজ্যিকভিত্তিতে হাঁস পালনের জন্য সুবিধাজনক।
- হাঁসের যত্ন নেয়া সহজ।

অসুবিধাঃ

- খরচ বেশি হয়।
- বণ্য প্রাণি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

# আবদ্ধ পদ্ধতিঃ

- এ পদ্ধতিতে পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে হাঁসগুলোকে সবসময় আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা (৪-৬) সপ্তাহ পর্যন্ত লালন পালন করা সুবিধাজনক।
- এ পদ্ধতি তিন প্রকার।
  - ১) মেঝে পদ্ধতি,
  - ২) খাঁচা পদ্ধতি বা ব্যাটারি পদ্ধতি,
  - ৩) তার জালির মেঝে পদ্ধতি।

# আবদ্ধ পদ্ধতিতে সুবিধা এবং অসুবিধাঃ

সুবিধাঃ

- হাঁসগুলোকে ভালভাবে পরিচর্যা করা যায়।
- খরচ কম লাগে।
- শ্রমিক কম লাগে

অসুবিধাঃ

- লিটার দ্রব্যগুলো যেগুলো ঘরে বিছানা হয় তা তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করতে হয়।
- হাঁসগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকার কারণে বাচ্চা হাঁস বের করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- লিটারে খাদ্য দ্রব্য এবং পানি মিশ্রনের ফলে বাসস্থান স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়

# খাঁচা বা ব্যাটারি পদ্ধতিঃ

- এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে খাঁচায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রতি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়।

সুবিধাঃ

- এই পদ্ধতিতে বাচ্চা হাঁস পালন করা সহজ।
- অনেকগুলো একসাথে পালন করা যায়।
- সহজে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা যায়।

অসুবিধাঃ

- এই পদ্ধতিতে বড় হাঁস পালন করা যায় না।

# খাঁচা বা ব্যাটারি পদ্ধতিঃ

- এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে খাঁচায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রতি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়।

সুবিধাঃ

- এই পদ্ধতিতে বাচ্চা হাঁস পালন করা সহজ।
- অনেকগুলো একসাথে পালন করা যায়।
- সহজে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা যায়।

অসুবিধাঃ

- এই পদ্ধতিতে বড় হাঁস পালন করা যায় না।

# খাঁচা বা ব্যাটারি পদ্ধতিঃ

- এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে খাঁচায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রতি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়।

সুবিধাঃ

- এই পদ্ধতিতে বাচ্চা হাঁস পালন করা সহজ।
- অনেকগুলো একসাথে পালন করা যায়।
- সহজে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা যায়।

অসুবিধাঃ

- এই পদ্ধতিতে বড় হাঁস পালন করা যায় না।

# হার্ডিং পদ্ধতিঃ

- এই পদ্ধতিতে বাড়ন্ত এবং পূর্ণ বয়স্ক হাঁস একইসাথে পালন করা যায়। হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে কোন প্রকার ঘরে রাখা যায় না। এই পদ্ধতিতে এক সাথে একজন লোক ১০০ থেকে ৫০০টি হাঁস চড়াতে পারে। এই পদ্ধতিতে ডিম উৎপাদনের হার ৪৫-৪৮%।

সুবিধাঃ

- খাবার খরচ কম হয়।
- বেশি সংখ্যক হাঁস পালন করা সম্ভব।

অসুবিধাঃ

- ডিম উৎপাদন কম হয়।

# ল্যানটিং পদ্ধতিঃ

- এই পদ্ধতিতে বড় বড় বিল, হাওড়া, জলাশয় এর আশেপাশে ঘর তৈরী করে হাঁস পালন করা হয়। হাঁসগুলো দিনের বেলায় বিল বা জলাশয়ে চড়ে বেড়ানোর পর রাতের বেলায় ঘরে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি ঝাঁকে ১০০ থেকে ২০০টি হাঁস পালন করা যায়।

সুবিধাঃ

- এদের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ শতাংশ।
- খাবার খরচ কম হয়।

অসুবিধাঃ

- বাচ্চা হাঁস পালন করা যায় না।
- কিছু অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

# হাঁসের খাদ্যঃ

হাঁসের খাদ্য ২ প্রকারঃ

- প্রাকৃতিক খাদ্য।
- সম্পূরক খাদ্য।

১ কেজি হাঁসের সুষম খাদ্য তৈরির উপদান উল্লেখ করা হলোঃ

| উপাদান | বাচ্চা হাঁসের খাদ্যের পরিমান | পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের খাদ্যের পরিমান |
|---|---|---|
| গম ভাঙ্গা | ৪৫০ | ৪৫০ |
| চালের কুড়া | ২৭০ | ৩০০ |
| তিলের খৈল | ১৪০ | ১২০ |
| শুটকি মাছের | ১২০ | ১০০ |
| ঝিনুকের গুড়া | ১৫ | ২৫ |
| লবন | ৫ | ৫ |

# Thanks!